

দেশছাড়া বীরপ্রতীক হাজারী লাল

দেশ স্বাধীন করার জন্য যিনি জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, খেতাব পেয়েছেন 'বীরপ্রতীক'। সেই বীরপ্রতীক হাজারী লাল তরফদার নিজ দেশে থাকতে পারলেন না। সত্তাসীদের ভয়ে তাঁর সব পদক, ক্রেস্ট ফেলে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলেন ভারতে। সেখানে পরের জমিতে কামলা খেটে কোন রকমে দিন কাটছে তাঁর। ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

হাজারী লাল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের এক মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর বাড়ি চৌগাছা উপজেলার রানীয়ালা গ্রামে। পিতার নাম রসিক লাল তরফদার। মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি বীরপ্রতীক খেতাব পান। সম্প্রতি তাঁর গ্রামে গিয়ে জানা যায়, ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে কয়েক দফা হত্যার হুমকি দেয়া হয়। নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয় পথঘাটে। ফ্লোভে-দুগুখে এরপর রাতের আঁধারে ২০০১ সালের নবেম্বরে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে রেখা, শিখা, অঞ্জলী এবং দুই পুত্র সঞ্জিত ও সুজিতকে নিয়ে ভারতে চলে যান। বর্তমানে তিনি রয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার মালিডাঙ্গা গ্রামে। রানীয়ালা গ্রামে থাকা তাঁর দুই ভাইয়ের একজন বলরাম তরফদার বলেন, সেখানে তিনি এখন পরের জমিতে কামলা খেটে সংসার চালান।

রানীয়ালা গ্রামের মানুষ বলেন, ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের আগেপরে তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন হয়েছে। ফলে দেশের মায়া ত্যাগ করে তিনি ভারতে চলে যান।

ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শান্তি রঞ্জন মণ্ডল বলেন, হাজারী পড়াশোনা করেছে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে হাজারী ভারতে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি যুদ্ধের কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে। যুদ্ধের এক সময় হাজারী লাল খবর পান বিকরগাছার গঙ্গাধরপুর-রাজাপুর এলাকায় পাকসেনা ঢুকে পড়েছে। হাজারী লাল তাঁর সহযোগী রকেট জলিল, আব্দুর রাজ্জাক, মশিয়ারসহ রওনা দেন। অবস্থান নেন একটি ইটের পাজার ভেতর। অনেক পাকসেনা সেখানে প্রবেশ করে। মাত্র তাঁরা ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা একযোগে অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে পাকসেনাদের ওপর। সেদিন ৫৬ পাকসেনা খতম হয়। এক পর্যায়ে হাজারী লাল দু'জন সৈন্যের হাতে আটক হয়ে যান। এদের একজন পাকসেনা, একজন বিহারী রাজাকার। রাজাকার দা দিয়ে হাজারীকে কুপাতে যায়। কিন্তু পাকসেনা তাঁকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে চাই। এ সময় হাজারী একটু দূরে অবস্থানরত জলিলকে বলেন, 'জলিল বন্দী হয়ে শত্রু শিবিরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল। তুই আমাকে গুলি কর।' সঙ্গে সঙ্গে জলিল গুলি চালায়। কিন্তু গুলি লাগে পাকসেনার শরীরে। পাকসেনা মারা যায়। ধরা পড়ে রাজাকার। হাজারী লাল রাজাকারের দা দিয়ে কুপিয়ে তাকে হত্যা করে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো জীবনকে তুচ্ছ ভেবে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে যে ভুখণ্ডকে শত্রুমুক্ত করেন, সেই ভুখণ্ডে তাঁর কোন আশ্রয় হলো না।